AUG. 04 2006
১ কলাম ৫

সংবাদ

ছাত্র বেতনের টাকা নেয়ার শর্ত প্রত্যাখ্যান : শিক্ষকরা ক্লাসে যাননি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি তহবিল থেকে ১০০ ভাগ বেতন দেয়ার দাবি মানতে গিয়ে সরকার যেসব শর্ত আরোপ করেছে তা, প্রত্যাখ্যান করেছেন বেসরকারি শিক্ষকরা। বেসরকারি শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সরকারের এ পদক্ষেপকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে চরম প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করে তাদের চলমান ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সরকার সমর্থক শিক্ষকরা সরকারের দেয়া শর্ত প্রত্যাখ্যান করলেও চলমান আন্দোলন স্থগিত করেছে।

গতকাল সরকার সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ও সরকারবিরোধী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ পৃথকভাবে সংবাদ সম্মেলন প্রত্যাখ্যান : পৃ: ১ ক: ৩

শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে ... স্কুলের একটি শ্রেণীকক্ষ -সংবাদ

প্রত্যাখ্যান : শর্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ও শিক্ষক সমিতি (বাশার-নজরুল) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শর্তসাপেক্ষে ১০০ ভাগ বেতন দেয়া প্রত্যাখ্যান করেছে।

এদিকে ধর্মঘট অব্যাহত রাখা সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ বলেছেন, দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। তবে শিক্ষক আন্দোলনের ইতিহাসে কখনোই রাজধানী ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল না বলেও নেতৃবৃন্দ বলেন। ঢাকার বাইরে সব জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠন বন্ধ রয়েছে বলেও তারা দাবি করেন। আর ধর্মঘট স্থগিত করা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলছেন হাতে গোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সব প্রতিষ্ঠান খোলা। তারা শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া শুরু করেছেন।

গতকাল বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এক সংবাদ সম্মেলন করে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। শিক্ষকদের কোন দাবি পূরণ করেনি। তারা বলেন, সরকার ১০ ভাগ বেতন দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব অর্থ নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল করে দেয়ার সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হলেই কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আদায়কৃত সব অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে। নয়তো এক পয়সাও সরকার নিতে পারবে না।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ চলমান শিক্ষক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সব বঞ্চিত শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ৯ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশে অংশ নেয়ার জন্যও আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ড. ম. আখতারুজ্জামান, প্রদীপ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলী সাজু প্রমুখ।

স্কাউট ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকার যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় নিয়ে ১০ ভাগ বেতন প্রদান করে তাহলে সরকারের দেয়া ১০ ভাগ বেতন প্রত্যাহার করা হবে। তারা বলেন, সরকারের এ ধরনের প্রজ্ঞাপন শিক্ষকরা মেনে নেবেন না, মেনে নিতে পারেন না। তারা বলেন, কোন প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক পয়সাও নিতে পারবেন না। নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত করে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ারআহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূঁইয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক কাজী আবদুর রাজ্জাক, চৌধুরী মুগীসউদ্দিন মাহমুদ, এমএ লতিফ, যুগ্ম আহ্বায়ক প্রিন্সিপাল রেজাউল করিম, সৈয়দ আমিনুল ইসলাম মুকুল, মোহাম্মদ আলী, তাসলিমা বেগম লিমা প্রমুখ।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় দেশের সব জেলায় শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। মিছিলে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ছাত্র বেতনের বিনিময়ে ১০ ভাগ বেতন চাই না। ৯০ ভাগের মতোই বিনা শর্তে ১০ ভাগ দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সরকারি ঘোষণা মূল্যায়ন ও আন্দোলনের পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আজ সকাল ১০টায় মণি সিংহ-ফরহাদ ট্রাস্ট ভবনের ৬ তলায় জেলা প্রতিনিধিদের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এখান থেকেই আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

এদিকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষকরা আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০, বিভাগীয় ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা প্রমার্জন ও অর্জিত ছুটিসহ ৮ দফা দাবিতে আজ থেকে ৫ দিনের কর্মবিরতি শুরু করেছেন। কর্মসূচির আজ ৪র্থ দিন।

উল্লেখ্য, এর আগে বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচির পাশাপাশি পৃথকভাবে ৪ দিন কর্মবিরতি পালন করেছিলেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষকরা। এবারের ৫ দিনের কর্মবিরতি ১০ আগস্ট শেষ হবে।

৬ আগস্ট থেকে কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের এক দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশনে বসেছেন। গতকাল তারা কাফনের কাপড়ের সঙ্গে মুখে কালো কাপড়ও বেঁধে রাখেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান সমিতির সভাপতি হাবিবুল আহসান বাবলু।

উল্লেখ্য, এর আগেও তারা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আমরণ অনশন করেছিলেন। এক পর্যায়ে তারা আত্মাহুতি দেয়ারও সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু ১৪ দলের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে তারা তা থেকে বিরত থেকে বিদ্যালয়ে ফিরে যান।